259676 - নয়িামতরে স্মরণ ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যম হলো অন্তর, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

প্রশ্ন

আমাদরে রব সুবহানাহু ওয়া-তায়ালা কুরআন কারীমে আমাদরেকে নর্দিশে দয়িছেনে যনে আমরা অমুক অমুক বষিয়ে আমাদরে প্রতি আল্লাহর কৃত নয়িামত স্মরণ করি। তনিি বশে কছিু নয়িামতরে কথা উল্লখে করছেনে। যমেন: আল্লাহর বাণী: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদরে প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহরে কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহনিী তোমাদরে বরিুদ্ধে সমাগত হয়ছেলি। অতঃপর আমরা তাদরে বরিুদ্ধে পাঠয়িছেলিাম ঘূর্ণবিায়ু এবং এমন বাহনিী যাদরেকে তোমরা দখেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা আহযাব: ৯)। আমার প্রশ্নটা হলো আমাদরে রব যে নয়িামত স্মরণ করতে বলছেনে, সটো কীভাবে করতে হবে? এর দ্বারা কি উদ্দশ্যে মানুষরে সামনে উল্লখে করা ও তাদরেকে জানয়িে দওেয়া? নাকি শুধু স্মরণ করা? নতুবা কী? আল্লাহ আপনাদরেকে সব ধরনরে উত্তম প্রতদিান দান করুন।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

প্রশ্নকর্তা আয়াতে যে নর্দিশে উল্লখে করছেনে সটো হলো শত্রুদরে পরাজতি করা ও তাদরে কূট-চক্রান্ত প্রতরিোধ করার ক্ষত্রেে সাহাবী ও মুমনিদরেকে আল্লাহর প্রদত্ত নয়িামত, অনুগ্রহ ও দানরে কথা স্মরণ করার নর্দিশে।

ইবনে কাসীর রাহমিাহুল্লাহ বলনে: আল্লাহ তায়ালা তার মুমনি বান্দাদরেকে প্রদত্ত নয়িামত, অনুগ্রহ ও দানরে কথা জানয়িছেনে। তা হলো তনিি শত্রুদরেকে প্রতহিত করছেনে ও পরাজতি করছেনে, যে বছর শত্রুরা তাঁর বরিুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে চক্রান্তে লপি্ত হয়ছেলি। আর সটো ছলি খন্দকরে বছর। [তাফসীরু ইবনে কাসীর (৬/৩৮৩) থকেে সমাপ্ত]।

কুরআনে যে সকল স্থানে নয়িামতকে স্মরণ করার নর্দিশে এসছে,ে সখোনে উদ্দশ্যে হলো:

অন্তর দয়িে স্মরণ করা, আর তা সম্পাদতি হবে নয়িামতসমূহরে মাধ্যমে বান্দাদরে উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করার মাধ্যমে।

কথা দয়িে স্মরণ করা, আর তা সম্পাদতি হবে মৌখকিভাবে বলার মাধ্যমে।

এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দয়িে স্মরণ করা, আর তা সম্পাদতি হবে আল্লাহকে ক্রোধান্বতি করে এমন সব কছিুতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার না করার মাধ্যমে।

নয়িামতরে স্মরণই এর কৃতজ্ঞতা। এটা অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দয়িে করা যায়। এর প্রত্যকে প্রকার একটি অন্যটরি সত্যায়ন কর।ে নতুবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মথি্যা বলে গণ্য হয়।

তাই তো কবি বলছেনে:

নয়িামত দয়িে তোমরা আমার তনিটি জনিসিরে মালকি হয়ে গয়িছে: আমার হাত, আমার জহি্বা ও অদৃশ্য হৃদয়।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ সূরা বাকারার ২৩১ নং আয়াতরে তাফসীরে বলনে: "স্মরণ হয়ে থাকে অন্তর, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে মাধ্যম।ে যবানরে মাধ্যমে স্মরণ বলতে বোঝানো হয়: আল্লাহ আমাকে অমুক নয়িামত দয়িছেনে। যমেনটা আল্লাহ বলছেনে: "আর তোমার রবরে নয়িামতরে কথা জানয়িে দাও।" [দুহা: ১১] আপনি নয়িামতরে ক্ষত্রেে আল্লাহর প্রশংসা করে বলবনে: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান বা অনুরূপ বস্তু দান করছেনে, তার জন্য আপনার প্রশংসা।

অন্তর দয়িে স্মরণ করার অর্থ হলো: আপনি অন্তরে নয়িামতটা মনে করবনে। স্বীকৃতি দবিনে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থকেে নয়িামত।

আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে স্মরণ বলতে বোঝানো হয়: আল্লাহর ইবাদত করা, যাতে তাঁর নয়িামতরে প্রভাব আপনার মাঝে তনিি দখেতে পান।" [তাফসীরু সূরাতলি বাকারা (৩/১৩২)]।

হারাওয়ী বলনে: কৃতজ্ঞতার তনি অর্থ: নয়িামতকে জানা, নয়িামতকে গ্রহণ করা ও নয়িামতরে জন্য প্রশংসা করা।

ইবনুল কাইয়্যমি রাহমিাহুল্লাহ হারাওয়ীর কথার ব্যাখ্যা করে বলনে:

নয়িামত জানার অর্থ অন্তরে সটোকে স্মরণ করা, দখো এবং আলাদা করা।

নয়িামতকে জানা মান:ে মনে সটোকে অর্জন করা।

আর গ্রহণ করা মান:ে নয়িামতদাতার কাছে নজিরে মুখাপক্ষেতিা ও দারদ্রি্য প্রকাশ করে সটো গ্রহণ করা। নয়িামতদাতার সামনে এমন মনোভাব প্রকাশ করা য,ে কোনো প্রকার অধকিার ছাড়াই এবং কোনো মূল্য পরশিোধ করা ছাড়াই এ নয়িামত তার কাছে পৌঁছছে।ে বরং এ ক্ষত্রেে ব্যক্তি নজিকেে অনাহুতরে মত মনে করব।ে আর প্রকৃতপক্ষে এটা নয়িামত গ্রহণ করার পক্ষে সাক্ষ্য।

নয়িামতরে জন্য প্রশংসা করা মান:ে নয়িামতদাতার প্রশংসা করা। আর নয়িামতরে সাথে সংশ্লষ্টি প্রশংসা দুই ধরনরে। সাধারণ ও বশিষে:

সাধারণ প্রশংসা হলো: তাঁর বদান্যতা, অনুগ্রহ ও দানের প্রাচুর্য প্রভৃতি গুণে তাঁকে গুণান্বিত করা।

আর বিশেষ প্রশংসা হলো: তাঁর নিয়ামত জানান দেওয়া। তাঁর কাছ থেকেই নিয়ামত এসে পৌঁছেছে সেটা বলা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আর আপনি আপনার রবের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।" [দোহা: ১১]

জানিয়ে দেওয়ার বিষয়ে যে আদেশ, এ প্রসঙ্গে দুটি মত আছে:

প্রথম মত হলো: তিনি নিয়ামতকে স্মরণ করা ও সেটা জানিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। আল্লাহ আমাকে অমুক অমুক নিয়ামত দিয়েছেন এমনটা বলা। মুকাতিল বলেন: অর্থাৎ এই সূরায় আপনাকে যে নিয়ামত দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর জন্য আপনি কৃতজ্ঞতা পোষণ করুন: অনাথ অবস্থার উপশম করা, বিপথগামিতার পর সুপথ দেখানো, দারিদ্র্যের পর প্রাচুর্যের অধিকারী করা।

আল্লাহর নিয়ামতের জানান দেওয়া কৃতজ্ঞতা। যেমনটা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়েছে, সে যেন তাকে এর অনুরূপ বিনিময় দান করে। যদি বিনিময় দান করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা যে তার প্রশংসা করল সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে তার ভালো ব্যবহারের কথা গোপন রাখল সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু পাওয়ার ভান করে যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে যেন মিথ্যার দুটি পোশাক পরিধানকারী।" [হাদীসটি বুখারী আদাবুল মুফরাদে (২১৫) বর্ণনা করেন, শাইখ আলবানী এটাকে সহীহ বলেন]।

তিনি এখানে তিন প্রকার মানুষের কথা উল্লেখ করলেন: নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাকারী, নিয়ামতের অস্বীকারকারী এবং নিয়ামত গোপনকারী। আর নিয়ামতের মালিক না হয়েও যে নিজেকে নিয়ামতধারী দাবি করে, সে এমন কিছুর দাবি করল যেটা তার কাছে নেই।

অন্য একটি মারফূ বর্ণনায় আছে: "যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা করে না। আর যে মানুষের কৃতজ্ঞতা করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা করে না। আল্লাহর নিয়ামতের জানান দেওয়া 'কৃতজ্ঞতা'। নিয়ামতের জানান দেওয়া পরিত্যাগ করা 'অকৃতজ্ঞতা'। ঐক্য অনুগ্রহ; আর বিভক্তি আযাব।"[আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ যাওয়ায়েদুল মুসনাদে (১৮৪৪৯) বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী এটাকে হাসান বলেছেন]।

দ্বিতীয় মত হলো: উক্ত আয়াতে (অর্থাৎ সূরা দোহার শেষে, যা আগে বলা হয়েছে) যে নিয়ামতের জানান দিতে আদেশ প্রদান করা হয়েছে, সেটা হলো আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাঁর বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং উম্মতকে শেখানো। মুজাহিদ বলেন: এটা হলো নবুয়ত। যাজ্জাজ বলেন: অর্থাৎ আপনাকে যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাকে যে নবুয়ত দিয়েছেন, সেটা জানিয়ে দিন। কালবী বলেন: এটা হলো কুরআন। আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন কুরআন পড়িয়ে

দওেয়ার।

সঠকি মত হলো: এটা উভয় মতকে অন্তর্ভুক্ত কর। কনেনা উভয়টাই এমন নয়িামত যার কৃতজ্ঞতা করা, যা জানান দওেয়া এবং প্রকাশ করার বষিয়ে আদশে করা হয়ছে। [মাদারজিুস সালকিীন (২/২৩৭) থকেে সংক্ষপেে সমাপ্ত]।

কৃতজ্ঞতার ব্যাপার ইবনুল কাইয়মি রাহমিাহুল্লাহ বলনে: এটা তনিটি ভত্তিরি উপর প্রতষ্ঠিতি: গোপনে নয়োমতরে স্বীকৃতি, প্রকাশ্যে জানান দওেয়া এবং নয়িামত প্রদানকারীর সন্তুষ্টতিে বষিয়টাকে কাজে লাগানো। [আল-ওয়াবলেুস সাইয়্যবি (পৃ. ৫) থকেে সমাপ্ত]।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।